মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল/১৫)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়ের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ০৪/০৯/২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' এর সংশোধনীর বিষয়ে গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা;জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, প্রতিমন্ত্রী ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়;সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি আইন ,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সক্রিয় বিবেচনা ও সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
২.		তিন পার্বত্য জেলা প্রি প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।তিন পার্বত্য জেলা প্রি প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী (Development Partners)দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া,তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২৫-০১-২০১৫ এবং ২৪-০২-২০১৫ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় ৭২টি জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ৯৭,২৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এবং দুগম এলাকায় ৫১টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা থেকে জানানো হয়েছে যে, (ক) জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৭৯ (উনআশি) টি (খ) প্রাইমারী স্কুলে পড়ারযোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-১,০২,৯৭৬ জন (গ) নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ২৭ (সাতাশ) টি। কোন কোন স্থানে নতুন করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন সে বিষয়ে স্থানের নামসহ জানানোর জন্য ৩০/০৩/২০১৫ তারিখে পুনরায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তথ্য প্রেরণের নিমিত্ত পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণযোগ্য কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল আছে সে তথ্য প্রেরণের জন্যও ৩০/০৩/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.		তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-১-২০১৫ এবং ২৩-০২-২০১৫ খ্রী: তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন করে তার তালিকা ১৫-০৩-১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনদের পত্র দেয়া হয়েছে। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে কতগুলো কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তার তালিকা প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এ পত্র দেয়া হয়েছে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।
৪.		পার্বত্য অঞ্চলে পপি, তামাক চাষের দিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী যেমন রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল, ষ্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫-০১-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন প্রকল্প হিসেবে অর্ন্তভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।শিঘ্রই প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি ইতোমধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে ইক্ষু ও তুলা চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা যথাদ্রুত সম্ভব প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫.		প্রাকৃতি সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ক্লাসও শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে গত ০৮-০২-২০১৫ এবং ১৭-০২-২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিতে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর জায়গা প্রাথমিকভাবে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এবং পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
৬.		তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। কতটি প্রাইমারী স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং কতটি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ এবং ২৪/০২/২০১৫ খ্রী: তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট ৯৮টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, উক্ত জেলায় মোট সরকারী প্রাইমারী স্কুল ০৫(পাচ)টি এবং বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল-১০টি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কতটি সরকারী ও কতটি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের নামসহ সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য গত ৩০/০৩/২০১৫ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র দেয়া হয়েছে।

৭.		পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ দ্রুত করতে হবে। পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরিত ''পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স''-এর ১.৯৬ একর জমি নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে প্রদত্ত স্থিতি অবস্থা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রহিত করা হয়েছে। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে প্রদত্ত স্থিতি অবস্থা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক রহিত করা হয়েছে উল্লেখ করে একটি সাইনবোর্ড ''পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স''-এ লাগানোরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। খ) ''পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স''-এর ১.৯৬ একর জমির উপর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের জন্য প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ১৬-০২-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত নকশা প্রণয়ণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাগিদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের পর অর্থ বিভাগে বাজেট চাওয়ার নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পণ্য পরিবহনের জন্য কাপ্তাই লেকে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না এ বিষয়ে তিন জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ এবং ২৪/০২/১৫ খ্রী: তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রদান করে মতামত চাওয়া হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, সাংগু নদীতে শুষ্ক মৌসুমে High Speed Water Vessel/Water Bus চালু করা সম্ভব হবে না। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে যে, খাগড়াছড়ি জেলায় Water Vessel/Water Bus চালু করণার্থে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ-এর নিকট যাচিত মতামত চেয়ে গত ৩০/০৩/২০১৫ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।